مَلَكٌ

ফেরেশতা পর্ব-৪

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: " **مَلَكٌ ফেরেশতা**"

ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরেশতাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন **"নুর"** আলো থেকে। ফেরেশতারা আল্লাহর তসবীহ করে এবং তার হুকুম বাস্তবায়ন করে। ফেরেশতাদের কোনো অধিকার বা ইছা দেয়া হয়নি যে তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিনুন ২৩:২৪

১. (কাফির নেতারা বলেছিল) আল্লাহ (রাসূল পাঠাতে) চাইলে অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিলঃ এ লোকতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মালাক/ফেরেশতা পাঠাতেন; আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যামানায় এরূপ ঘটেছে বলে শুনিনি। (সূরা আল মুমিনুন ২৩:২৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ফোরকান ২৫:৭**

২. (কাফিররা বলে) তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেন নাজিল করা হলো না, সে তার সাথে সতর্ককারী হিসেবে থাকতো?

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْ
لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾

তারা বলেঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? (সূরা ফোরকান ২৫:৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা ফোরকান ২৫:২১**

৩. যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে: আমাদের কাছে কেন ফেরেশতা নাজিল হয় না, কিংবা আমরা কেন আমাদের প্রভুকে দেখছি না?

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ
رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলেঃ আমাদের নিকট মালাক/ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাববকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতর রূপে। (সূরা ফোরকান ২৫:২১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ফোরকান ২৫:২২</u>

৪. যেদিন তারা ফেরেশতা দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবে না।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ
حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

যেদিন তারা মালাইকাকে/ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবেঃ যদি কোনো বাধা থাকত! (সূরা ফোরকান ২৫:২২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ফোরকান ২৫:২৫</u>

৫. সেদিন (কেয়ামতের দিন) মেঘমালা সহ বিদীর্ণ হয়ে পড়বে আকাশ, আর ক্রমান্বয়ে নাজিল করা হবে ফেরেশতা।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾

যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে (ফেরেশতাদেরকে) নামিয়ে দেয়া হবে- (সূরা ফোরকান ২৫:২৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আস সেজদা ৩২:১১</u>

৬. বলো: তোমাদের ওফাত ঘটাবে মালাকুল মাউত (মুউতের ফেরেশতা) জেক তোমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে।

قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

বলঃ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে। (সূরা আল সিজদা ৩২:১১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আহযাব ৩৩:৪৩

৭. তিনি তোমাদের প্রতি সালাত (রহমত ও অনুগ্রহ) করেন আর তার ফেরেশতারাও তোমাদের জন্যে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকা/ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য, এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব ৩৩:৪৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আহযাব ৩৩:৫৬

৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি সালাত (অনুগ্রহ, অনুকম্পা, মর্যাদা দান) করেন এবং তার ফেরেশতারাও নবীর জন্যে সালাত (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করে।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালাইকারাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। (সূরা আহযাব ৩৩:৫৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা সাবা ৩৪:৪০,৪১

৯. যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, তারপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদের ইবাদত করত?

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ
كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? (সূরা সাবা ৩৪:৪০)

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ
أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

মালাইকা বলবেঃ আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা ৩৪:৪১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ফাতির ৩৫:১

১০. আলহামদুলিল্লাহ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদের বার্তাবাহক নিয়োগ করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا
اُولِیْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱﴾

প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা ফাতির ৩৫:১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল সাফফাত ৩৭:১৪৯ থেকে ১৫২

১.১. নাকি আমরা ফেরেশতাদের নারী করে সৃষ্টি করেছি এবং এ ব্যাপারে তারা ছিল প্রতক্ষদর্শী?

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿۱۴۹﴾

এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ তোমার রবের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান? (সূরা আল সাফফাত ৩৭:১৪৯)

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

অথবা আমি কি মালাইকাকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছি, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল?

(সূরা আল সাফফাত ৩৭:১৫০)

أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾

দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে – (সূরা আল সাফফাত ৩৭:১৫১)

وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾

আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (সূরা আল সাফফাত ৩৭:১৫২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা সোয়াদ ৩৮:৭১,৭২

১২. স্মরণ করো, তোমরা প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

স্মরণ কর, তোমার রাব্ব মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেনঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭১)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾

যখন আমি ওকে সুষম করব এবং ওতে আমার সৃষ্টি রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাহবনত হও। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৩,৭৪

১৩. অতএব, ফেরেশতারা সবাই সেজদায় অবনত হয়।

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۙ﴿۷۳﴾

তখন মালাইকা/ফেরেশতারা সবাই সাজদাহবনত হল – (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৩)

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۴﴾

শুধু ইবলীস ব্যতীত; সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আয যুমার ৩৯:৭৫

১৪. আর তুমি দেখতে পাবে, ফেরেশতারা আরশের চারপাশে বৃত্ত বানিয়ে ঘোষণা করছে তাদের প্রভুর প্রশংসার তসবিহ।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۵﴾

এবং তুমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবেঃ প্রশংসা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর প্রাপ্য। (সূরা আয যুমার ৩৯:৭৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হামিম আসা সেজদা/ফুসসিলাত ৪১:১৪

১৫. তখন তারা (কাফিররা) বলেছিল: আমাদের প্রভু চাইলে তো ফেরেশতাই পাঠাতেন।

إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا
اللّٰهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كٰفِرُونَ ١٤

যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিলঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা তখন তারা বলেছিলঃ আমাদের রবের এই রূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। (সূরা হামিম আসা সেজদা/ফুসসিলাত ৪১:১৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হামিম আসা সেজদা/ফুসসিলাত ৪১:৩০

১৬. নিশ্চয়ই যারা বলে: "আল্লাহ আমাদের প্রভু", অতঃপর এককথার উপর অটল-অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়: "আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না।"

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ ٣٠

যারা বলেঃ আমাদের রাবব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলেঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। (সূরা সূরা হামিম আসা সেজদা/ফুসসিলাত ৪১:৩০)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা বলি "আল্লাহ আমাদের একমাত্র প্রভু" এবং একথার উপর অটল-অবিচল থাকি। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি ফেরেশতানাজিল করবেন। তারা আল্লাহর নির্দেশে আমাদেরকে বলবে: "আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না। আপনারা খুশি হয়ে যান সেই জান্নাতের জন্যেযার ওয়াদা আপনাদের দেওয়া হয়েছিল।"

আল্লাহর সাহায্যই আমাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/